৪৫

দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 DEC 1992
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ৩ ...

13

শীঘ্রই জাতীয় গ্রন্থনীতি

বিদেশেও বাংলাদেশী বইয়ের বাজার সৃষ্টি করতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশেআন্তর্জাতিক মানের প্রকাশনা নিশ্চিত করার জন্য সকল পর্যায়ে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, যোগ্য ও মেধাসম্পন্ন প্রকাশক শ্রেণী গড়ে তোলার অবকাঠামো তৈরি করতে হবে। অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিরোধী পুস্তকের আমদানী কার্যকরভাবে রোধ করার জন্য জাতীয় গ্রন্থনীতিতে সুস্পষ্ট বক্তব্য এসেছে।

সরকার শীগগিরই জাতীয় গ্রন্থনীতি ঘোষণা করতে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম

(৭-এর পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

বিদেশেও বাংলাদেশী বইয়ের বাজার সৃষ্টি করতে

(প্রথম পাতার পর)

খালেদা জিয়া। গত বছরের ২২ ডিসেম্বর জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। গত আগস্টে গঠিত একটি কমিটি সাতটি উপকমিটির সুপারিশমালার ভিত্তিতে জাতীয় গ্রন্থনীতির খসড়া তৈরি করে। বাংলাদেশে জাতীয় গ্রন্থনীতি এটাই প্রথম।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র গতকাল দৈনিক বাংলাকে জানান ঃ সরকারের উচ্চপর্যায়ে খসড়া গ্রন্থনীতির প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা থেকে কোন অংশ বাদ পড়ার আশঙ্কা নেই। বরং নতুন কিছু হয়তো সংযোজিত হতে পারে।

জাতীয় গ্রন্থনীতিতে বইয়ের আমদানী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য উন্মুক্ত নীতির অধীনে বইয়ের আমদানী সুলভ করতে হবে। কার্যকরভাবে রোধ করতে হবে অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ এবং স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিরোধী পুস্তকের আমদানী। বিদেশী প্রকাশকদের বই অল্প মূল্যে কিনে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করা না হয়, সে ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। যেসব দেশ থেকে বই আমদানী করা হয়, আমদানী-কারকরা যাতে সেসব দেশে বাংলাদেশে প্রকাশিত বইয়ের বাজার সৃষ্টিতে উদ্যোগী হন, সে লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সুপারিশমালায় আরো বলা হয়, প্রকাশনার ক্ষেত্র আধুনিক ও গতিশীল করে গড়ে তোলার জন্য মুদ্রণ সামগ্রী আমদানীকে অগ্রাধিকার দান, দেশে উন্নতমানের কাগজ, কালি, মুদ্রণ সহায়ক অন্যান্য উপকরণ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। গ্রন্থ উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রম ও উন্নতমানের বই প্রকাশ সহজ করার উদ্দেশ্যে বেসরকারী খাতে সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিপণন প্রসঙ্গে বলা হয়, বইয়ের মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে হবে। দেশব্যাপী পুস্তক, বিপণনের একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। লাভজনক ও আকর্ষণীয় ব্যবস্থা হিসাবে পুস্তক বিপননকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে হবে। বই ও বই সম্পর্কিত প্রচার পুস্তিকা পরিবহণে রেয়াতি ভাড়া ও ডাক মাশুলের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। রফতানী নীতিতে বইকে অগ্রাধিকার খাত হিসাবে ঘোষণা করে বিভিন্ন দেশে গ্রন্থ রফতানী সহজসাধ্য করার জন্য জাতীয় পতাকাবাহী জাহাজ ও বিমানে বিশেষ রেয়াতি ভাড়া ও হ্রাসকৃত ডাকমাসুলের ব্যবস্থা করতে হবে।

সুপারিশমালায় আরো বলা হয়েছে ঃ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সামগ্রিক কর্মপরিধি ও দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানকে পুনর্বিন্যস্ত করে ইউনেস্কোর প্রস্তাবের আলোকে বাংলাদেশ গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদ নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। সৃজনশীল সাহিত্যের লেখক, সম্পাদক, অনুবাদক ও শিল্পীর আয়ের যুক্তিসঙ্গত পরিমাণকে আয়কর মুক্ত করতে হবে। শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে উপযুক্ত সাহিত্যকর্মের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে 'উৎসাহ পুরস্কার' দিতে হবে।

গ্রন্থাগার উন্নয়ন প্রসঙ্গে জাতীয় গ্রন্থনীতিতে বলা হয়, গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করতে হবে। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, লাইব্রেরীতে বই টাকা কিংবা বস্তুগত দানকে দাতা হিসাবে গণ্য করে আয়কর রেয়াত দিতে হবে। বিশেষ বিশেষ লাইব্রেরীতে আধুনিক, উন্নত ও স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। গণ গ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক ক্রমান্বয়ে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে হবে।

গণ গ্রন্থাগারে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। বই কেনার জন্য গ্রন্থাগারে সরকারী অনুদান বিপুলভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। গ্রন্থাগারে উন্নতমানের গ্রন্থ সংগ্রহ নিশ্চিত করার জন্য গ্রন্থ ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত টেন্ডার পদ্ধতি বিলোপ করতে হবে। সুপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলোর কার্যক্রম উৎসাহিত করার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে 'স্বীকৃতি পুরস্কার' প্রবর্তন করতে হবে।

জাতীয় গ্রন্থনীতির বাস্তবায়নের জন্য বিশেষজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পরে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হবে।